



232694 - যবে ব্যক্তিকোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা রাখনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে ফলেছে তার উপর কিকাযা পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কটে কোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা না-রখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে থাকে যবে দনিগুলোর রোযা সবে ভঙ্গ করছে সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানরে রোযা পালন ইসলামরে অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলমিরে জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা ত্যাগ করা বধৈ নয়। যবে ব্যক্তি শরয়িত অনুমোদতি কোন ওজররে কারণে (যমেন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানরে রোযা বাদ দয়িছে কিংবা ভঙ্গ করছে; যবে রোযাগুলো সবে ভঙ্গেছে সবে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলমেগণরে ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলনে, “আর কটে অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহলো করে রমযানরে রোযা বর্জন করছে, সটো একটমিত্র রোযার ক্ষত্রে হলেও (যমেন সবে রোযার নয়িতই করনে কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভঙ্গে ফলেছে) সবে কবরি গুনাতে (মহাপাপে) লপ্ত হয়ছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলমেরে মতে, সবে যবে দনিগুলোর রোযা ভঙ্গেছে সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কটে কটে এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলনে: “গটো উম্মত ইজমা করছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করছেন যবে, যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করনে, কনিতু সবে রমযানরে রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সবে অবহলো করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখনে, ইচ্ছা করই তা করছে, অতঃপর তওবা করছে: তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।”[আল-ইযতযিকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা আল-মাকদসি বলনে:



“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতলিফ জানি না। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যত্নে ছলি সত্নে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।”[আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফরে। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কথিবা অবহলো করে রোযা ছড়ে দেয় সে কাফরে হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্য দিয়ে রয়েছে। নতুবর্গের কাছ থেকে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাত সে এবং তার মত অন্যরো এর থেকে নিবৃত্ত হয়। বরং কিছু কিছু আলমের মতে, সেও কাফরে। সে যে রোযাগুলো ভঙ্গ করেছে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহর কাছ থেকে তওবা করা তার উপর ফরয।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখবে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর। তার কোন ওজর নাই। তার কিকরা উচিত? তার উপর কিকিয়া পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহলো ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহর কাছ থেকে তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরয়ী) ছাড় ব্যতীত কথিবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসের কোন একদিনের রোযা ভাঙলে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারবি, আলমেদরে নকিট এটি সহিহ হাদিস নয়।[নুবুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কিছু কিছু আলমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নাই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মত। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করছেন।

হাফযে ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

জাহেরি মতাবলম্বীদের অভিমত কথিবা তাদের অধিকাংশ আলমের অভিমত হচ্ছে- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নাই। শাফয়েরি ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফয়েরি ময়রে ছলে থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষেত্রে এটি আবু বকর আল-হুমাইদরিও উক্ত: ‘কাযা পালন করলে দায়িত্ব মুক্ত হবে না’। আমাদের মতাবলম্বীর অনুসারী পূর্ববর্তী একদল আলমের অভিমতও এটাই; যমেন- আল-জুয়জানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে



বাত্তাহ্।”।[ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বনি ওজরনে নামায কথিবা রযো ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না।[আল-ইখতিয়ারাত আল-ফকিহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রযো ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যহেতু তার থেকে সটো কবুল করা হবে না। কারণ ফকিহী নীতি হচ্ছে, ‘যদি নিরিদষ্টি কোন সময়ে সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নিরিদষ্টি সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সটো কবুল করা হয় না।’।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রযো ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলমের মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলমের মতে, কাযা পালন করা শরয়িতসদিধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলমে যে অভিমত প্রকাশ করছেন সটো অগ্রগণ্য। কেননা, রযো এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়িত্ব মুক্ত হবে না।